একদিন প্রতিদিন

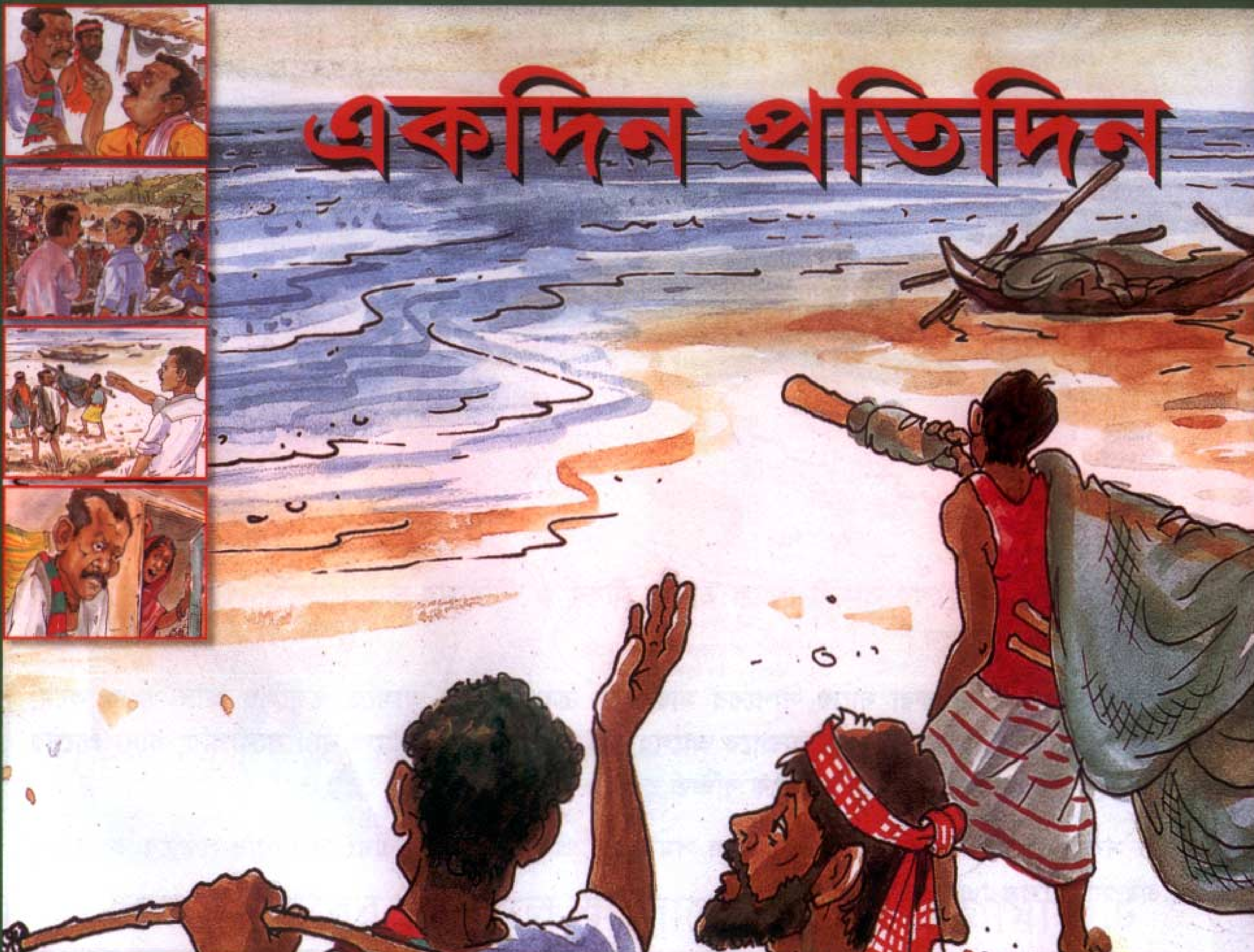

<<

শত শত বছর ধরে উপকূলের সাহসী জেলে ভাইরা জীবন ও জীবিকার জন্য বঙ্গোপসাগর ও এর মোহনা অঞ্চলে মাছ আহরণ করছেন।

কয়েক বছর যাবত লক্ষ্য করা যাচ্ছে সাগরের মাছ যেন ক্রমেই কমে আসছে, জেলের আয় যাচ্ছে কমে, মহাজনের লগ্নী থেকে লাভ হচ্ছে কম, বাজারে আগের মত বড় মাছ দেখা যাচ্ছে না। সর্বোপরি, খাদ্য প্রাণের সহজ ও সুলভ সরবরাহ সামুদ্রিক মাছ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী।

সমস্যাটি সকলের, কারণও অনেক। এই সকল সমস্যাকে অতিক্রম করার এবং সম্ভাবনার সন্ধানে আমাদের প্রয়াস এই সচিত্রলেখ ‘একদিন প্রতিদিন’।

<<

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বাংলাদেশের একটি গ্রাম্য হাট

<<

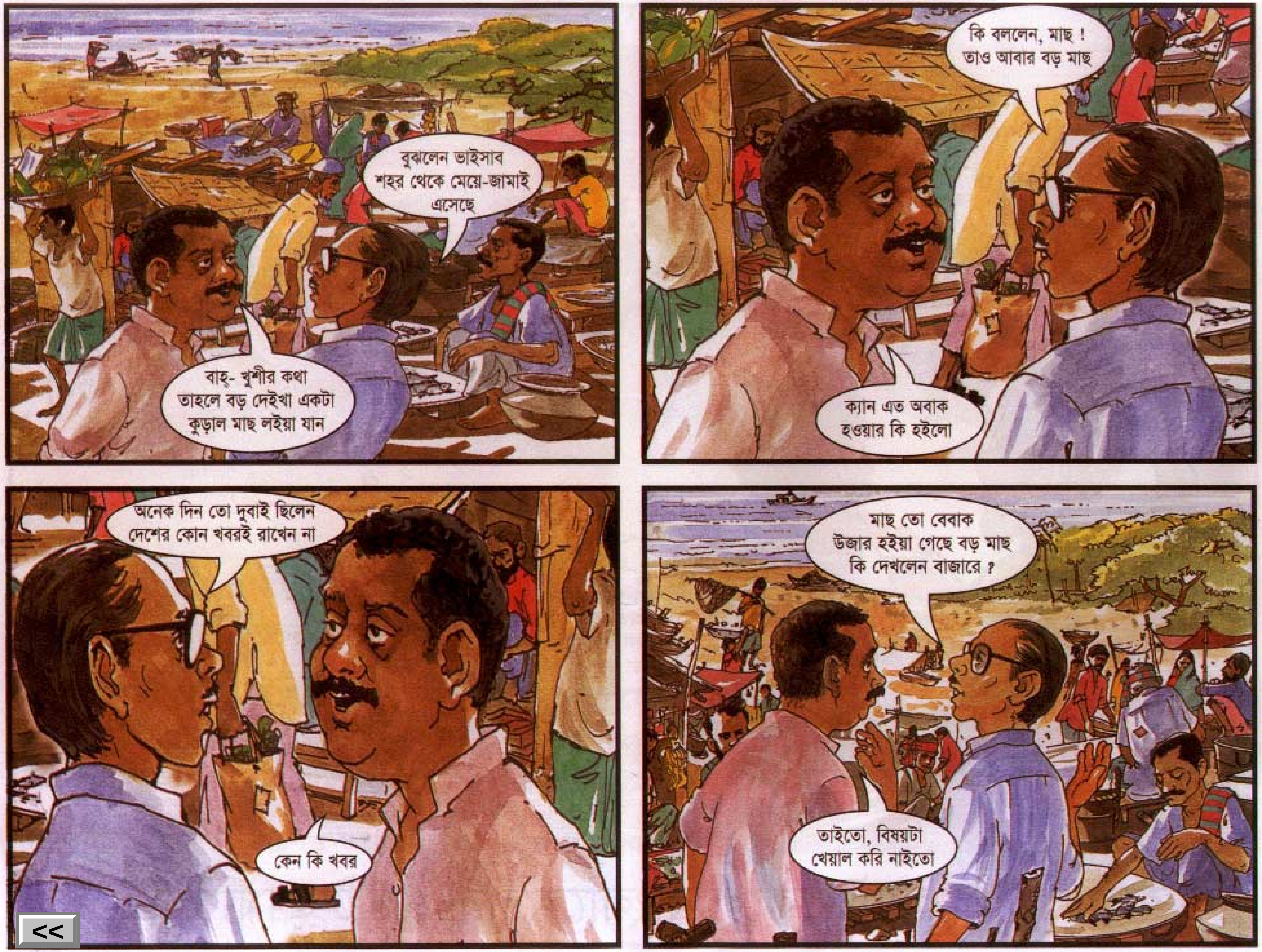
বুঝলেন ভাইসাব শহর থেকে মেয়ে-জামাই এসেছে
বাহ্- খুশীর কথা তাহলে বড় দেইখা একটা কুড়াল মাছ লইয়া যান
কি বললেন, মাছ ! তাও আবার বড় মাছ
ক্যান এত অবাক হওয়ার কি হইলো
অনেক দিন তো দুবাই ছিলেন দেশের কোন খবরই রাখেন না
কেন কি খবর
মাছ তো বেবাক উজার হইয়া গেছে বড় মাছ কি দেখলেন বাজারে ?
তাইতো, বিষয়টা খেয়াল করি নাইতো

<<

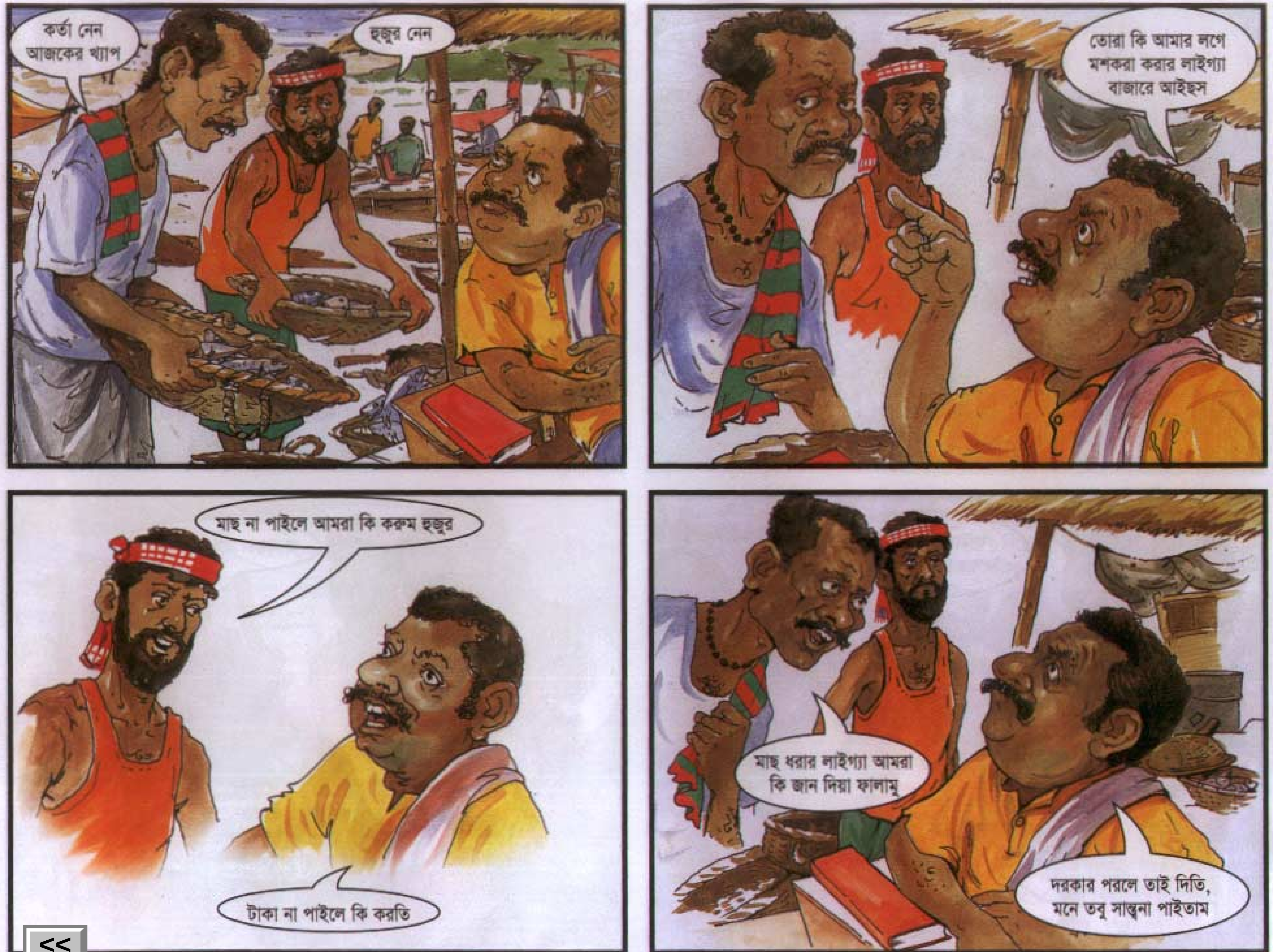

কর্তা নেন আজকের খ্যাপ
হুজুর নেন
তোরা কি আমার লগে মশকরা করার লাইগ্যা বাজারে আইছস
মাছ না পাইলে আমরা কি করুম হুজুর
টাকা না পাইলে কি করতি
মাছ ধরার লাইগ্যা আমরা কি জান দিয়া ফালামু
দরকার পরলে তাই দিতি, মনে তবু সান্ত্বনা পাইতাম

<<

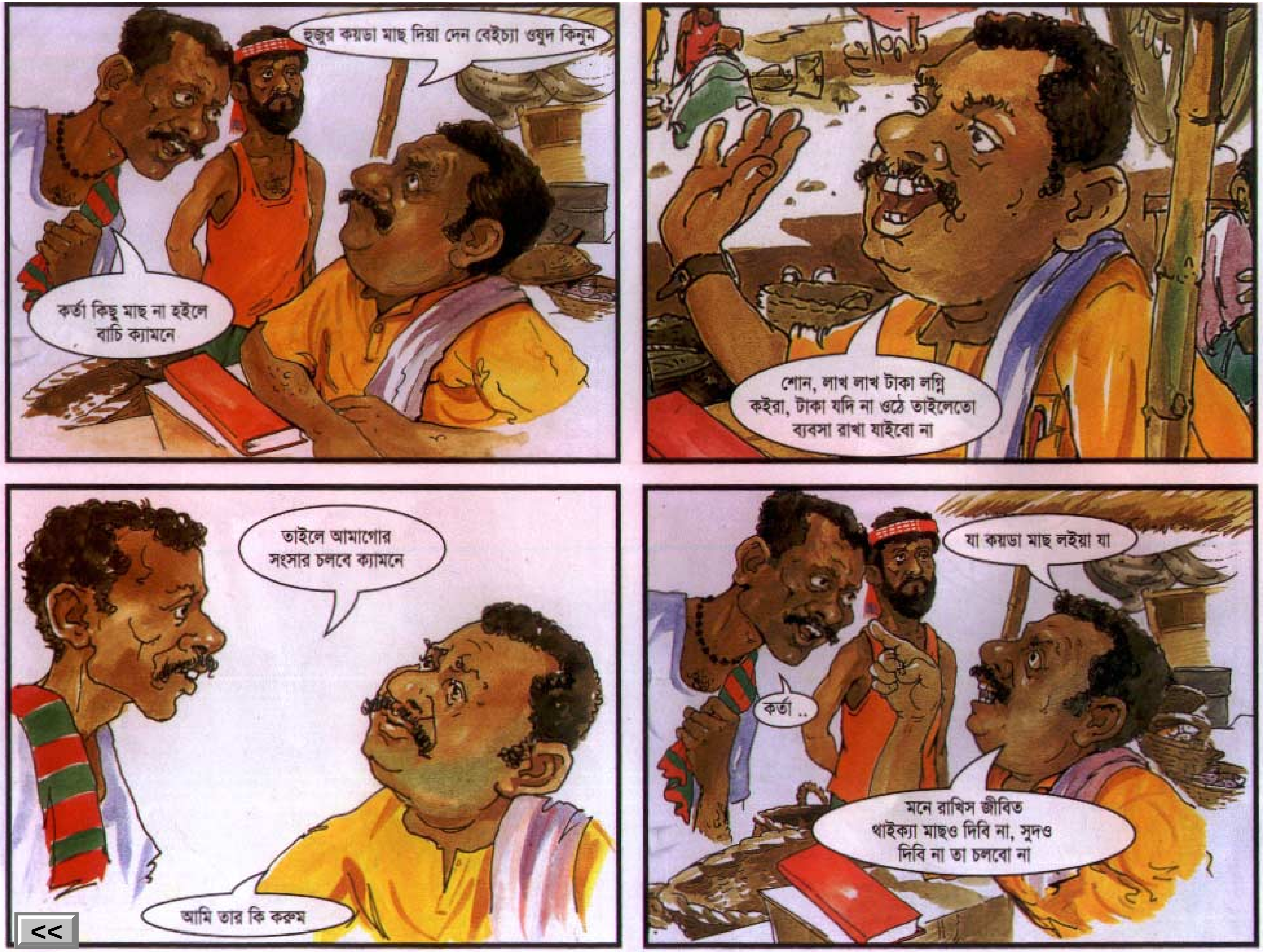
হুজুর কয়ড়া মাছ দিয়া দেন বেইচ্যা ওষুদ কিনুম
কর্তা কিছু মাছ না হইলে বাচি ক্যামনে
শোন, লাখ লাখ টাকা লগ্নি কইরা, টাকা যদি না ওঠে তাইলেতো ব্যবসা রাখা যাইবো না
তাইলে আমাগোর সংসার চলবে ক্যামনে
আমি তার কি করুম
যা কয়ড়া মাছ লইয়া যা
কর্তা ..
মনে রাখিস জীবিত থাইক্যা মাছও দিবি না, সুদও দিবি না তা চলবো না

কিরে বীরেন মাছ কোথায়, বাজার খুজে কোন বড় মাছই পেলাম না
বড় মাছ আমরাই দেখিনা, আপনে পাইবেন কই
এত মাছ গেল কই
সব ট্রলারে ধইরা লইয়া যায়
নাকি তোরা যে বেহুন্দি দিয়া মাছ ধইরা ফেলাছ তাতেই আর বড় হয়না
কি যে কন কর্তা বেন্দিতে আর কয়ডা ধরা পড়ে
বেহুন্দি দিয়ে আর ধরিস না
বেহুন্দি না মারলে আমরা খামু কি

<<

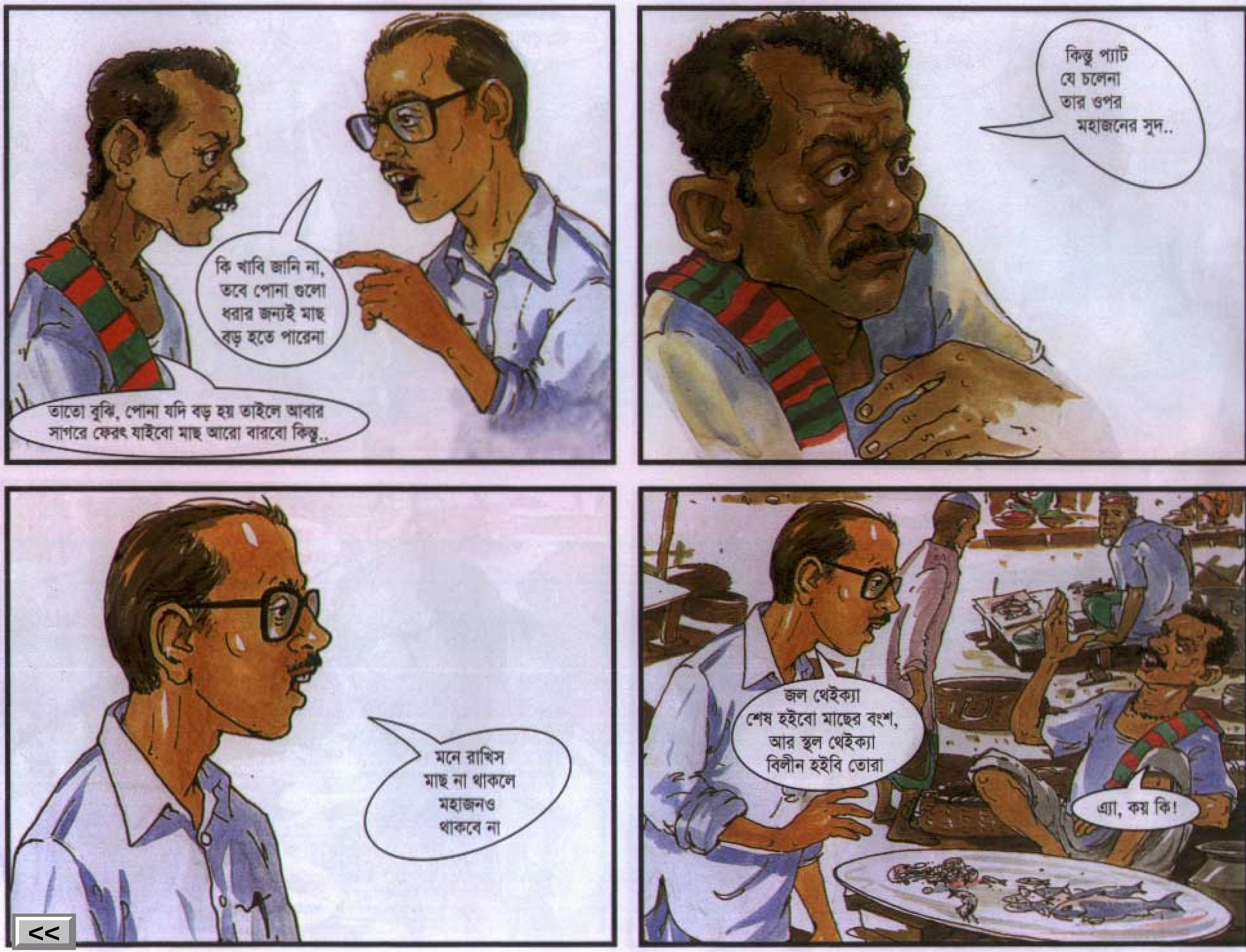
কি খাবি জানি না, তবে পোনা গুলো ধরার জন্যই মাছ বড় হতে পারেনা
তাতো বুঝি, পোনা যদি বড় হয় তাইলে আবার সাগরে ফেরৎ যাইবো মাছ আরো বারবো কিন্তু..
কিন্তু প্যাট যে চলেনা তার ওপর মহাজনের সুদ..
মনে রাখিস মাছ না থাকলে মহাজনও থাকবে না
জল থেইক্যা শেষ হইবো মাছের বংশ, আর স্থল থেইক্যা বিলীন হইবি তোরা
এ্যা, কয় কি!

<<

বিলীন হইয়া যামু !
মাছ থাকবো না ..! মহাজন থাকবো না ..!
বিন্দি দিয়ে পোনা মারলে মাছের বংশও থাকবো না ...
তাইলে করমু কি ?
অন্যকাজ !
কিন্তু আমরা যে জলদাস জাল আর সাগর এইতো আমাদের দুনিয়া

বাবা, কি ভাবতাছো ? বিন্দিডা লইয়া দইজ্জাত যাও, নাইলে পোলাডার মুখে দিমু কি
আইজ মহাজনের কিস্তি দিতে হইবো খেয়াল আছে
অদৃষ্ট দিয়াতো আর পেট ভরবো না
কপাল!
বইসা থাইক্যা কি করবা জালডা লইয়া তাড়াতাড়ি যাও বেলা তো গেলোগা
আমি এখন কি করি ? দইজ্জার তুফানে আইজ চাইর মাস হইলো মাইয়ার স্বামীডা নিখোজ
দরিয়াতেই যাই
<<

এই দরিয়ার ডাক যখন কানে যায় তখন বাপ দাদার রক্ত শরীরে চন্‌চন্‌ কইরা ওঠে মাছ পাই আর না পাই জাল নিয়া সাগরে রওনা দেই
হ, দাদা একটা কইরা বছর যায় আর মাছ কমে
পোলাডারে একটা কারখানায় দিছি, আমাগো জীবন তো গেল দেখি ওর যদি কিছু হয়
খামুডা কি, আর মহাজনের টাকা ফেরৎ এরইবা কি করমু এই বিন্দি খালি ঋণের বোঝাই বাড়ায়
<<

ও ভাই, ও জেলে ভাই একটু দাঁড়ান, দুটো কথা বলি
এইরে সারছে, মাছের সায়েব আইল, দিনটা বুঝি আজ মাইর গেল
দাদা একটু খাড়ান, এই সায়েবডা নতুন আইছে, কি কয় শুইন্যাই যাই
এই যে ভাই, এই বেহুন্দি জাল দিয়ে মাছ ধরবেন?
কি করুম, মহাজনের সুদতো শোধ দিতে হইবো
নিশ্চই বেন্দির কথা কইতাছে, কিন্তু এছাড়াতো কোন বড় জাল নাই
বেন্দিতেও এখন আর আগের মত মাছ মেলে না

<<

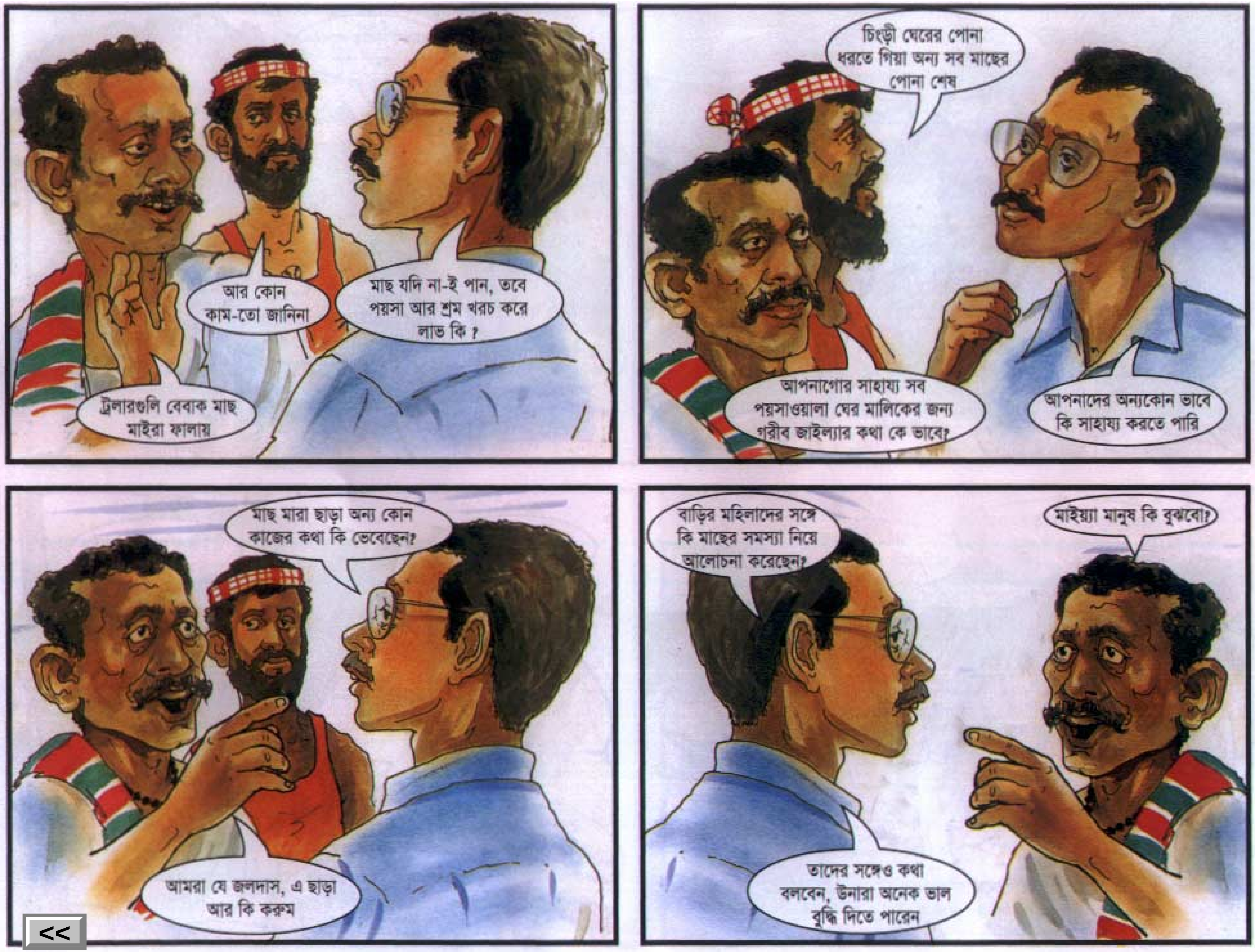
মাছ যদি না-ই পান, তবে পয়সা আর শ্রম খরচ করে লাভ কি ?
আর কোন কাম-তো জানিনা
ট্রলারগুলি বেবাক মাছ মাইরা ফালায়
চিংড়ী ঘেরের পোনা ধরতে গিয়া অন্য সব মাছের পোনা শেষ
আপনাদের অন্যকোন ভাবে কি সাহায্য করতে পারি
আপনাগোর সাহায্য সব পয়সাওয়ালা ঘের মালিকের জন্য গরীব জাইল্যার কথা কে ভাবে?
মাছ মারা ছাড়া অন্য কোন কাজের কথা কি ভেবেছেন?
আমরা যে জলদাস, এ ছাড়া আর কি করুম
বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে কি মাছের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন?
মাইয়্যা মানুষ কি বুঝবো?
তাদের সঙ্গেও কথা বলবেন, উনারা অনেক ভাল বুদ্ধি দিতে পারেন

বাবা মাছের সায়েবতো ঠিকই কইছে মাছ যদি না পাওয়া যায়, তাইলে খালি জাল দিয়া কি করবা
জানলে কি আর তরে জিগাইতাম
পাড়ার সবার লগেই পরামর্শ কর
তাইলে চল, তর চাচীর লগে আলাপ করি
ভাবী, কথাতো সবই শুনলেন এখন কি করা যায়
সবই কপাল রে.. আমি যদি একটা কাম পাইতাম
চাচা যে তুফানে নিখোজ হইলো তোমারই কি উপায় ?
কও কি, তুমি কামাই করবা ক্যামনে?
ঐটাইতো খুইজ্জা বাইর করতে অইবো
তাইলে বাবারে কই, সমাজের সবার লগে একটা পরামর্শ করতে
<<

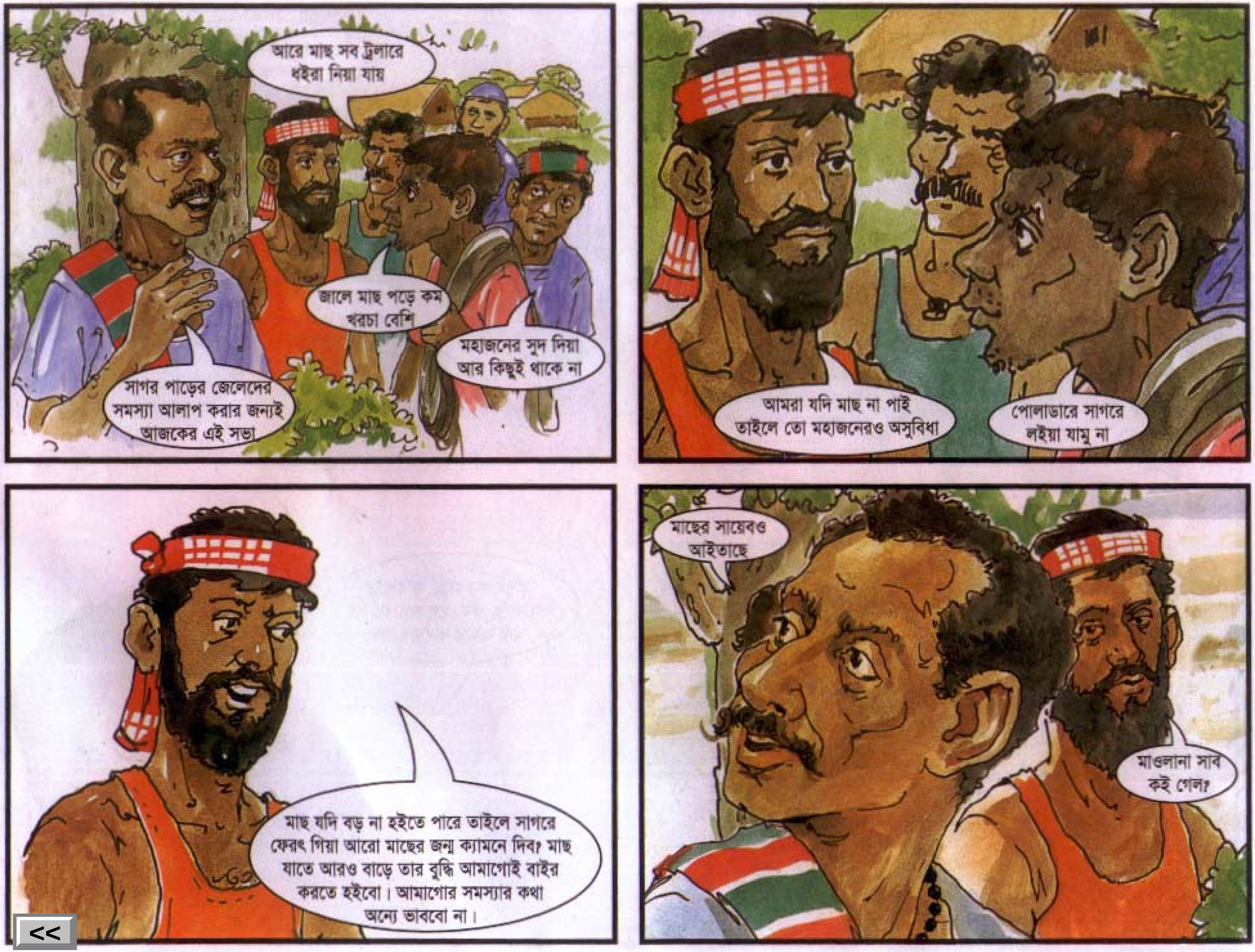
সাগর পাড়ের জেলেদের সমস্যা আলাপ করার জন্যই আজকের এই সভা
আরে মাছ সব ট্রলারে ধইরা নিয়া যায়
জালে মাছ পড়ে কম খরচা বেশি
মহাজনের সুদ দিয়া আর কিছুই থাকে না
আমরা যদি মাছ না পাই তাইলে তো মহাজনেরও অসুবিধা
পোলাডারে সাগরে লইয়া যামু না
মাছ যদি বড় না হইতে পারে তাইলে সাগরে ফেরৎ গিয়া আরো মাছের জন্ম ক্যামনে দিব? মাছ যাতে আরও বাড়ে তার বুদ্ধি আমাগোই বাইর করতে হইবো। আমাগোর সমস্যার কথা অন্যে ভাববো না।
মাছের সায়েবও আইতাছে
মাওলানা সাব কই গেল?
<<

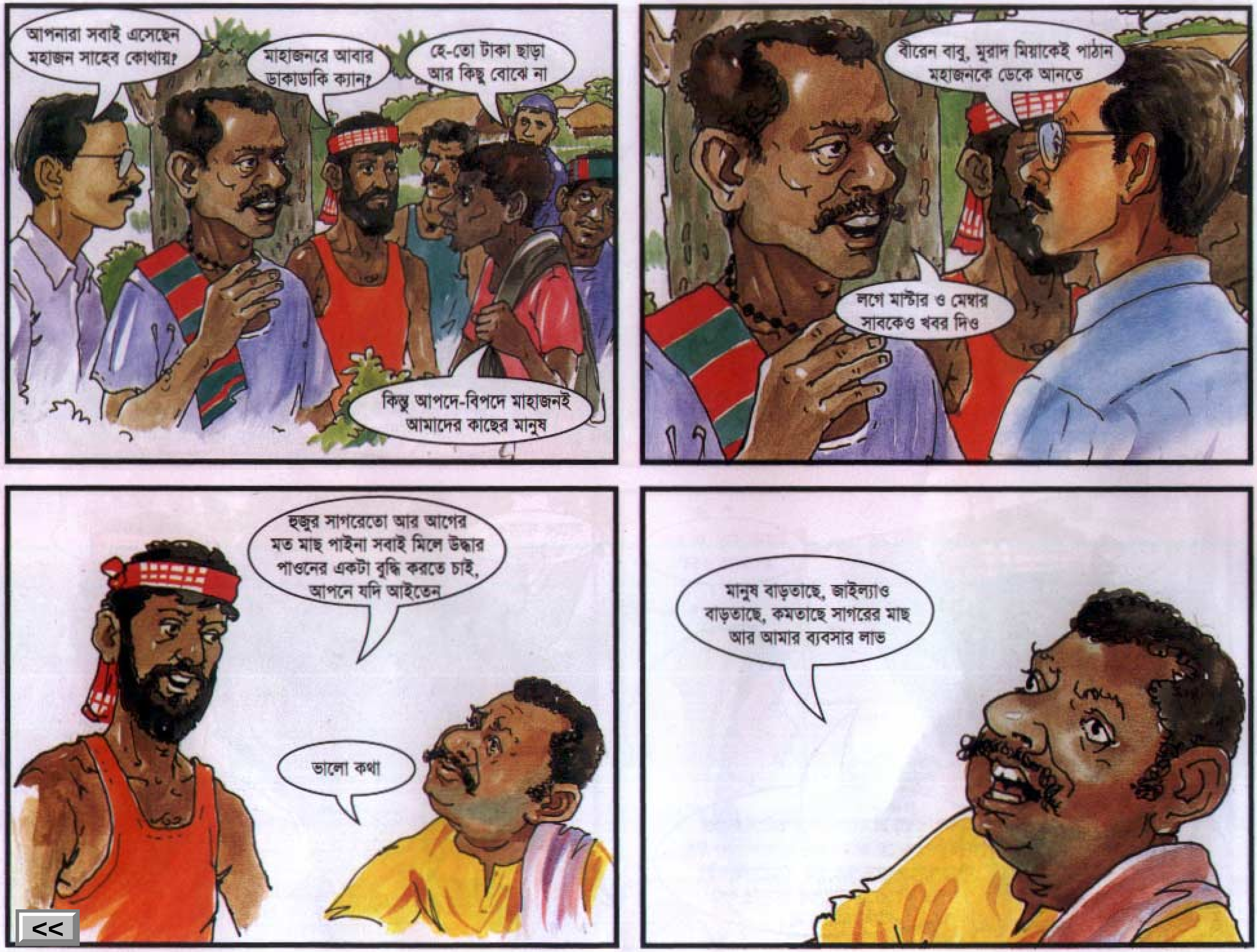
আপনারা সবাই এসেছেন মহাজন সাহেব কোথায়?
মাহাজনরে আবার ডাকাডাকি ক্যান?
হে-তো টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না
কিন্তু আপদে-বিপদে মাহাজনই আমাদের কাছের মানুষ
বীরেন বাবু, মুরাদ মিয়াকেই পাঠান মহাজনকে ডেকে আনতে
লগে মাস্টার ও মেম্বার সাবকেও খবর দিও
হুজুর সাগরেতো আর আগের মত মাছ পাইনা সবাই মিলে উদ্ধার পাওনের একটা বুদ্ধি করতে চাই, আপনে যদি আইতেন
ভালো কথা
মানুষ বাড়তাছে, জাইল্যাও বাড়তাছে, কমতাছে সাগরের মাছ আর আমার ব্যবসার লাভ
<<

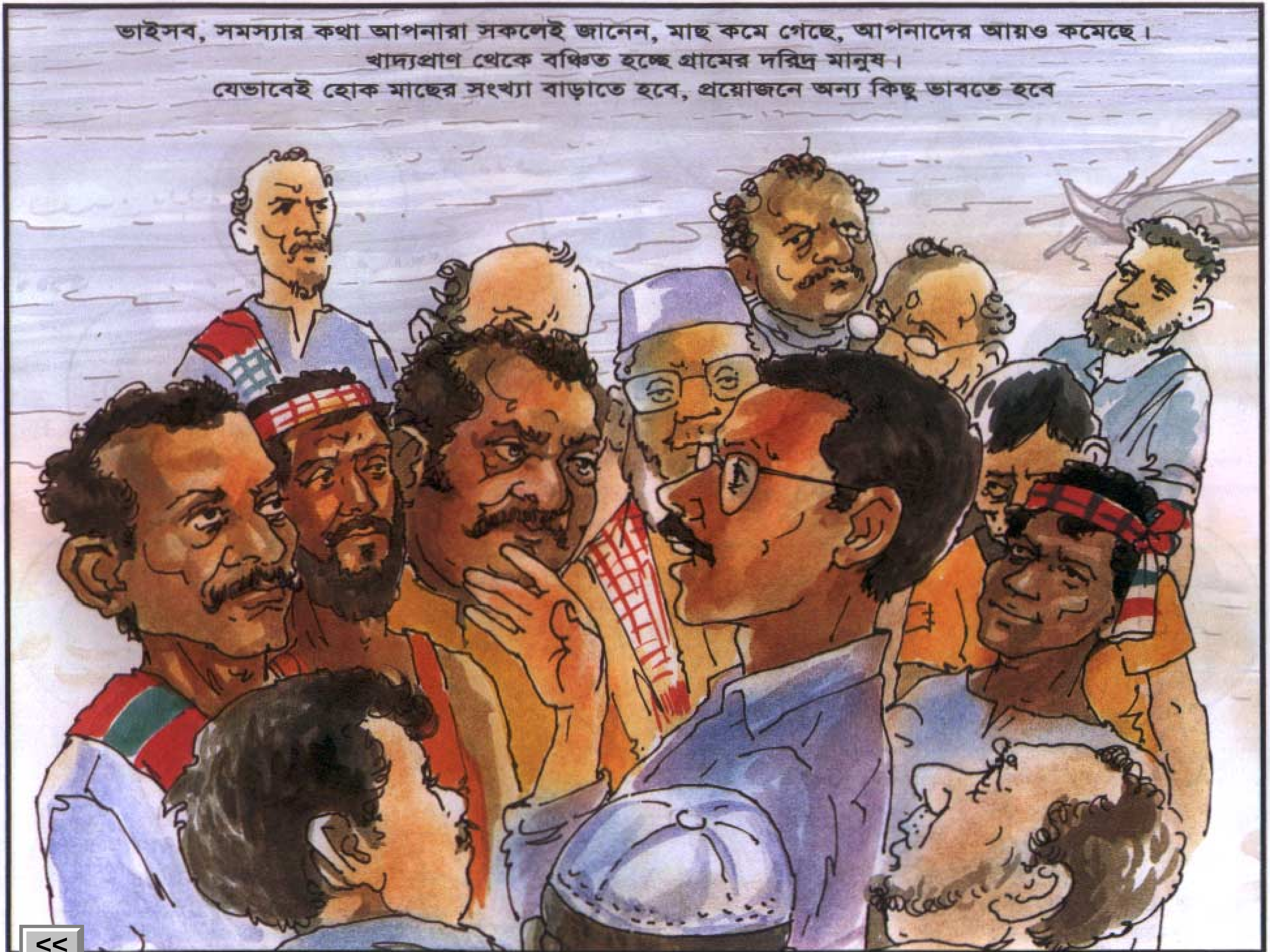
ভাইসব, সমস্যার কথা আপনারা সকলেই জানেন, মাছ কমে গেছে, আপনাদের আয়ও কমেছে।
খাদ্যপ্রাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে গ্রামের দরিদ্র মানুষ।
যেভাবেই হোক মাছের সংখ্যা বাড়াতে হবে, প্রয়োজনে অন্য কিছু ভাবতে হবে

<<

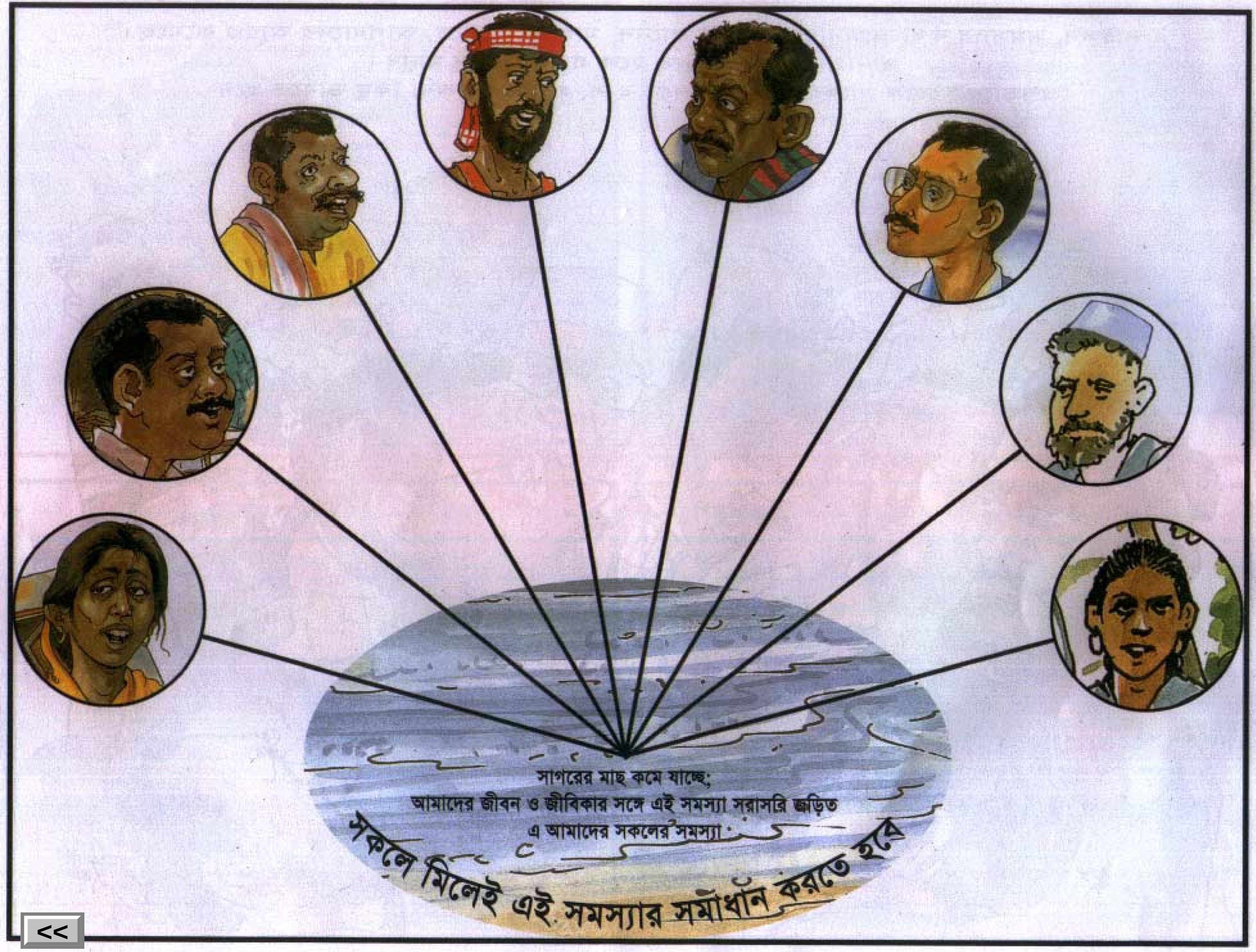
সাগরের মাছ কমে যাচ্ছে;
আমাদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে এই সমস্যা সরাসরি জড়িত
এ আমাদের সকলের সমস্যা
সকলে মিলেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে

<<

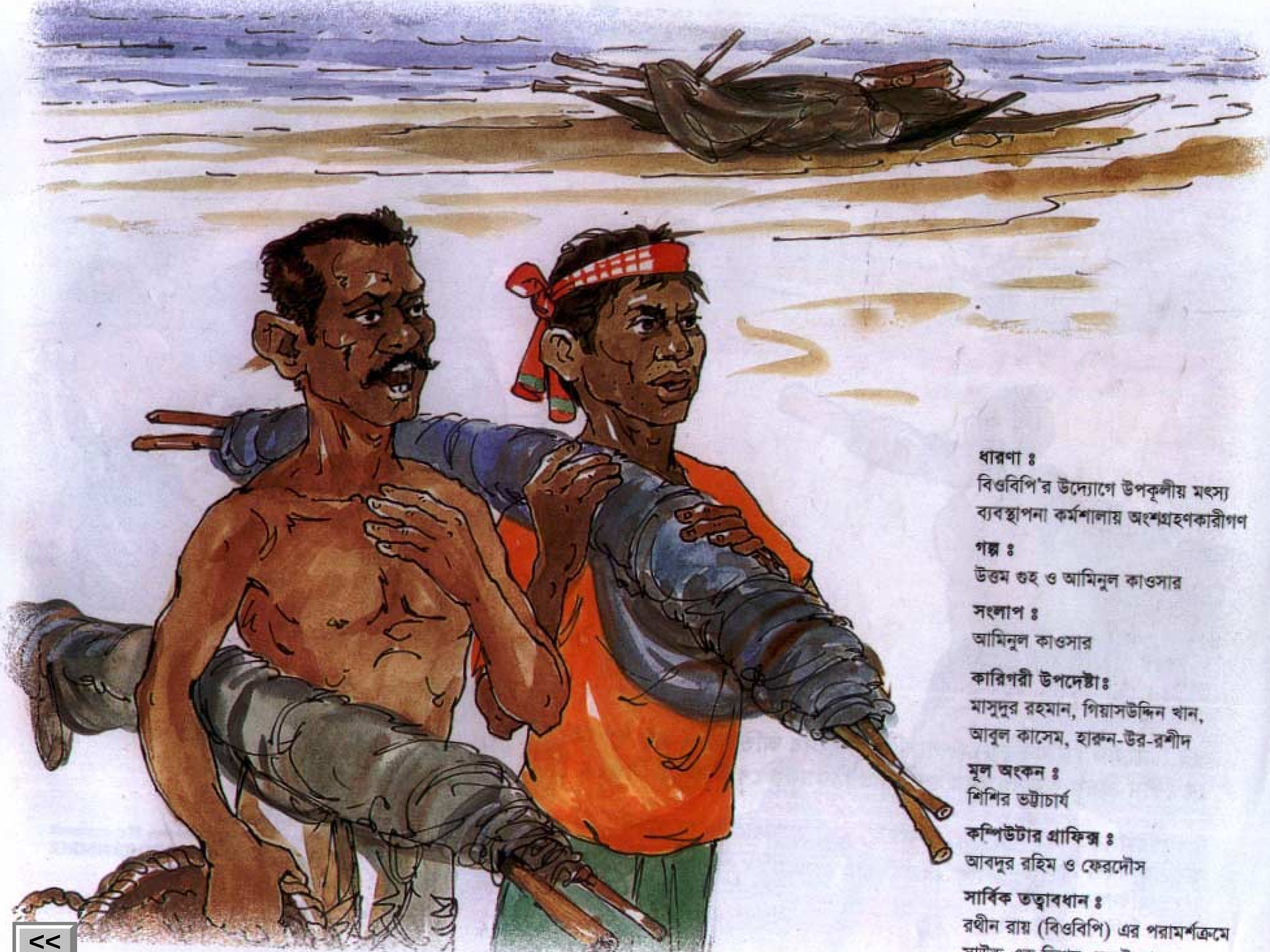

ধারণা ঃ
বিওবিপি'র উদ্যোগে উপকূলীয় মৎস্য ব্যবস্থাপনা কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ

গল্প ঃ
উত্তম গুহ ও আমিনুল কাওসার

সংলাপ ঃ
আমিনুল কাওসার

কারিগরী উপদেষ্টা ঃ
মাসুদুর রহমান, গিয়াসউদ্দিন খান, আবুল কাসেম, হারুন-উর-রশীদ

মূল অংকন ঃ
শিশির ভট্টাচার্য

কম্পিউটার গ্রাফিক্স ঃ
আবদুর রহিম ও ফেরদৌস

সার্বিক তত্বাবধান ঃ
রথীন রায় (বিওবিপি) এর পরামর্শক্রমে সাউন্ড এন্ড ভিশন এক্সটেনশন

<<

এই চিত্রলেখ (কমিকবুক) সম্পর্কে আপনাদের অভিমত ও এই সম্পর্কিত যে কোন বিষয় অনুসন্ধানের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পোষ্ট কার্ডে লিখুনঃ

উপ-পরিচালক
সামুদ্রিক মৎস্য বিভাগ
মৎস্য অধিদপ্তর
সিজিও বিল্ডিং-১, চট্টগ্রাম।

অথবা

পরিচালক (সামুদ্রিক)
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন
১নং পার্ক এভিন্যু
রমনা, ঢাকা।

BOBP MAG/23
A Publication of
BOBP For Fisheries Management
BAY OF BENGAL PROGRAMME
In cooperation with the
Department of Fisheries, Bangladesh

<<

Print: Reverse Advertising